ফন্‌তেন্‌ ব্লু থেকে ভার্সাই / ইতিহাসে ইতস্তত:

ফরাসী মুলুকে এমন ভোজসভা এর আগে কেউ দেখেনি। দেখেনি এমন মহোন্নত প্রাসাদ আর তা ঘিরে ছন্দিত চতুর্দশপদী কবিতার মত রঙিন ফুলের নকশা জোড়া উদ্যান। অবাক হয়ে দেখছিলেন রাজা চতুর্দশ লুই। একটু দূরে মলিয়েরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন ফুকতো, লুইয়ের অর্থমন্ত্রী। ফুকতোর হাবভাবে ফুটে উঠছে বারোক শৈলীতে নির্মিত তাঁর এই প্রাসাদের মতই অহংকার মেশানো দার্ঢ্য। লুইয়ের বিস্ময় পাল্টে যায় ক্রোধে। ঠিকই বলে কলবেট, পুকুর চুরি বলছে রাজকোষে। তিন সপ্তাহ বাদে কাপ্তেন দাঁরতাগা গ্রেপ্তার করলেন ফুকতোকে আর লুই ডেকে পাঠালেন ফুকতোর প্রাসাদ রচয়িতাদের, তাঁর চাই বিশ্বসেরা প্রাসাদ। জায়গা ঠিক করাই আছে, ভার্সাই, প্যারিস থেকে একবেলার পথ।

ভার্সাই যাব তবে ইতিহাসের পিছুটান আছে তাই আগে যাব অন্য দুই প্রাসাদ ফন্‌তেন্‌ ব্লু আর ল্যুভ। প্রাসাদ অবশ্য অগুন্তি আর রাজারাও এক জায়গায় স্থিতু না থেকে অবিরত প্রাসাদে প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতেন। মার্ক টোয়ান লিখেছেন ফরাসী ভাষায় 'হোম' শব্দটির কোন সঠিক প্রতিশব্দ নেই। হবেও বা। তবে প্যারিসে থাকাটা রাজাদের পছন্দ ছিল না, হতে পারে আদি বাসিন্দা গলদের বংশধর এ্যাস্টেরিক্‌সের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতোই উদ্ধত মেজাজের প্যারিসিয়দের সঙ্গে রাজাদের বনত না। সে মেজাজের পরিচয় আবারও পেলাম এবার রেল ফ্রান্সে ইতালির টিকিট কাটতে গিয়ে, দুই বাতায়ন বালিকার দাপুটে ঝগড়ায়। হয়ত সওয়া দুশ বছর আগে অক্টোবরের এক সকালে যে পসিয়ার্ড বা বাজারের রুটিওয়ালি-পসারিণী-জেলে বৌরা ভার্সাই ধাওয়া করেছিল তাঁদেরই রক্ত এঁদের ধমনীতে এখনও সাবলীল ধাবমান। দু পাশে ম্যানসার্ড ছাদের কালো শিরস্ত্রাণ পরা প্রাসাদোপম সব বাড়ি নিয়ে প্যারিসের এমন সব সুন্দর রাস্তাও নাকি ঘিঞ্জি পুরানো মহল্লা ভেঙে তৃতীয় নেপোলিয়নের তৈরি যাতে পাঁচ মাথায় কামান বন্দুক পেতে পাঁচ সাতটা মহল্লার দাঙ্গাকারীদের শায়েস্তা করা যায়।

" বনের ধারে ঘর"

গারে দ্য লিয়ঁ থেকে ফন্‌তেন্‌ ব্লু–আভন ৩৫ মিনিটের যাত্রা। শহর ছাড়িয়ে এগোতেই দুপাশে ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠ, কোন উঁচু ঢিলার উপর যেন কোনও পুরানো শ্যাটোর আদল, এখুনি বেরিয়ে আসবে অশ্বারোহী কেল্লাধিপতি, ফন্‌তেন্‌ ব্লুর নতুন প্রাসাদে আমন্ত্রণ আছে যে! সময়টা তখন যখনও ফরাসী দেশে 'এক রাজা, এক দেশ, এক বিশ্বাস' নীতিতে ভর করে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র পুরোপুরি কায়েম হয়নি। গোটা ইউরোপই অসংখ্য ডিউক, মার্কুইজদের অধীনে বিভক্ত। তবে কামানের গোলা, ইতালীয় রেনেসাঁ, আর ছাপাখানা পাল্টে দিচ্ছে সমাজ সভ্যতার পুরানো গৎ। মার্টিন লুথারের তোলা ঝড়ে ডুয়েল লড়া কাব্যমগ্ন যুবকরা জড়িয়ে পড়ছেন এক আত্মক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধে। ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রথম ফ্রান্সিস, ইংল্যান্ডে টিউডোর রাজা অষ্টম হেনরি, আর দুজনের মধ্যে প্রবল ভাবে উপস্থিত স্পেনের রাজা আর হোলি রোমান এম্পারার পঞ্চম চার্লস। তিন তরুণ রাজারই স্বপ্ন ইউরোপের রাজার রাজা হবার। শার্লেমেনের মত। সদ্য দেখা ইতালির খোলামেলা সব প্রাসাদ আর নতুন ভাবনা মনে নিয়ে বনের ধারে এক শিকার গৃহ আর যাজকদের মঠ ভেঙে প্রাসাদ তৈরি শুরু করলেন ফ্রান্সিস। বুড়ো লিওনার্দো আগেই এসেছেন, অশান্ত ইতালি ছেড়ে এবার এলেন রসো, প্রিমাত্তিচোরা। 'প্রথম ফন্‌তেন্‌ ব্লু স্কুল' নামে বিখ্যাত এই শিল্পীদের নিয়ে রচিত নতুন প্রাসাদ এক অর্থে তাই ফ্রান্সিসের এক রাজনৈতিক ঘোষণা। এক রেনেসাঁ রাজার আগমন বার্তা।

ফন্‌তেন্‌ ব্লু'র এই প্রাসাদই কালক্রমে নেপোলিয়নের ভাষায় হয়ে উঠল, "রাজাদের আসল বাড়ি, সত্যিকারের ঘর"। বাবুরের দিল্লি জয়ের এক বছর পর তিনশো বছর ধরে রাজা রানিরা একে নিজেদের মতো করে সাজালেন। ফ্রান্সিসের পর পুত্র দ্বিতীয় হেনরি (বা অঁরি) আর পুত্রবধূ ক্যাথরিন। ক্যাথরিনের তিন ছেলেই রাজা হয়েও অল্প বয়সে উত্তরাধিকারী ছাড়া মারা যাওয়ায় রক্ত সম্পর্কে সিংহাসন গেল যাঁর হাতে সেই বরবোঁ বংশীয় নাভারের রাজা প্রোটেস্ট্যান্ট চতুর্থ হেনরির আমলে গড়ে উঠল "দ্বিতীয় ফন্‌তেন্‌ ব্লু স্কুল"। হেনরিকে অবশ্য

আবার ক্যাথলিক ধর্মে ফিরতে হল, কৈফিয়ত স্বরূপ হেনরির কৌতুক ছিল, "প্যারিস একটা প্রার্থনার চাইতে বেশী দামী"। হেনরির পুত্র ত্রয়োদশ লুইয়ের পুত্র চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সাই প্রাসাদ নির্মানে ফন্‌তেন্‌ ব্লুর আদর কমল। তাঁর প্রপৌত্র অকর্মন্য পঞ্চদশ লুই নিজেই নাকি বলেছিলেন, "আমার পরে প্রলয়"। অক্টোবর বিপ্লবরূপী সে প্রলয়ে সপরিবারে ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদের সাথে ছাদে দেওয়ালে ফ্রেস্কো, ভারী কাঠের আর পাথরের কাজ ছাড়া লুঠ হয়ে গেল ফন্‌তেন্‌ ব্লু। নেপোলিয়ন এসে দলিল-নকশা-ছবি মিলিয়ে সব হুবহু আগের মত সাজিয়ে দিলেন। জনতার খবরদারিতে ভার্সাই আর হাতে নেই, ল্যুভও তথইবচ, ফলে দুই নেপোলিয়ন আর মাঝে ফের বরবোঁ রাজাদের আমলে ফন্‌তেন্‌ ব্লুর আদর বাড়ল।

স্টেশনে দাঁড়ান বাস নামিয়ে দিল শহরের মধ্যে এক পুরানো পাড়ায়। ভ্রমনার্থীদের ভিড় ছাড়া শুন্‌শান্‌ রাস্তা শেষে রাজকীয় ফটকের ভিতরে মস্ত এক প্রাঙ্গণকে তিনদিকে ঘিরে চওড়া কাঁধ বলশালী পুরুষের মত সামনে দু হাত বাড়িয়ে বিশাল ইমারৎ। ইমারতের ঠিক মাঝে ফন্‌তেন্‌ ব্লুর পরিচয় চিহ্ন হয়ে যাওয়া সেই বিখ্যাত অশ্বক্ষুরাকৃতি সিঁড়ি। দুধারে উইন্সলডনের চারটে সেন্টার কোর্ট। উপমাটা লাগসই হওয়া উচিৎ কারণ এইসব প্রাসাদেই ফরাসী রাজারা টেনিস খেলার উদ্ভব করেছিলেন। যাজকদের আশ্রম ভেঙ্গে তৈরি পশ্চিমের এই ইমারৎটির পিছনে আরও পূর্বে শিকার গৃহ ভেঙে তৈরি মূল প্রাসাদ। মাঝে যোগসুত্র আড়াই শ ফিট লম্বা খিলান যুক্ত এক অলিন্দ, যার একতলার স্নানাগারে ফ্রান্সিস নিভৃতে উপভোগ করতেন লিওনার্দোর লা জিয়কন্ডার সান্নিধ্য। দোতলায় তৈরি হল রসো প্রিমাত্তিচোদের ফরাসী রেনেসাঁর আদি নিদর্শন বলে খ্যাত ছবিতে সাজান ফ্রান্সিস গ্যালারি। পূবমুখো মূল প্রাসাদের বহিরঙ্গে শুধুমাত্র কিছু করিন্থিয়ান ঢং এর কলাম আর কলনেড, সোনার পাতে বাঁধান আর্চ করা জানালা, আর খাঁজকাটা ইটের প্যালিস্টার নিয়ে ফরাসী স্থাপত্যের রেনেসাঁ যুগের শুরু হোল। আর এই বহুভুজ হাজার ঘরের প্রাসাদকে ঘিরে দীঘি, ফোয়ারা, জলপথ নিয়ে বিস্তৃত এক উদ্যান ফন্‌তেন্‌ ব্লুর বনের সীমানা অবধি ছড়িয়ে গেল। শতাব্দী প্রাচীন ওক বা এল্ম গাছগুলির নীচে দাঁড়িয়ে যদি দৃষ্টি পেরিয়ে যায় কালের সীমা, হয়ত দেখা যাবে শিকার প্রত্যাগত অশ্বারূঢ় ফ্রান্সিস আর তাঁর 'উড়ন্ত সহচরীদের'। দূরে কোথাও একাকিনী ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজপরিবারে বন্ধুহীন ক্যাথরিন। বুড়ো ওক গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে চতুর্থ হেনরি প্রিয়তমা গ্যাব্রিয়েল দিত্রস্‌ত্রীসের কাছ থেকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ক্যাথরিন কন্যা মার্গারেটের সঙ্গে বিবাহ তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রান্সের প্রয়োজনে তাঁকে এখন বিয়ে করতে হবে অন্যত্র। মা অ্যানের বকুনি উপেক্ষা করে তরুণ রাজা চতুর্দশ লুই অনেক রাত অবধি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিজের ভাইয়ের স্ত্রী ইংল্যান্ডের রাজকুমারী হেনরিয়েটার সঙ্গে।

রাজাদের ঘর সংসারে কিন্তু উপযুক্ত পোশাক থাকলেই যে কেউ ঢুকতে পারতেন। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাত্রিতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত রাজাদের সব কাজই হতো এক একটা অনুষ্ঠানের মত, দর্শকদের সামনে। এমনকি রানিমাদের প্রসবের সময়ও ভিড় করে থাকত বহুলোক। হ্যাঁ, সত্যিই। দেখতে মজা লাগবে রাজা বা রানির শয্যা ঘিরে নিচু বেষ্টনী, তার এ পাশে ছড়ান কিছু বসার আসন। খাবার সময়ও তাই, তবে আনুষ্ঠানিক ভোজসভা ছাড়া কারও খাওয়ার অধিকার ছিল না। শোওয়া বসা, তাস খেলা, মন্ত্রণা নানা কাজের জন্য পাঁচ সাতটা বড় ঘর নিয়ে হতো রাজা বা রানির আলাদা মহাল, সম্ভ্রান্ত সুপুরুষ রক্ষীদের ঘরশুদ্ধু, ফলে কিছু জটিলতা সহজেই অনুমেয়। পরিচারিকার কাজে আসা ডাচেস কাউন্টেসরাও রাজার 'প্রিয়তমা' হবার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। এই 'প্রিয়তমা' ব্যাপারটির সরকারী স্বীকৃতি ছিল। রাজা রানিদের বিয়ে হত অনেক সময়ই অল্প বয়সে ভিন্ন দেশের রাজ পরিবারে শুধুমাত্র রাজনৈতিক হিসাব কষে। ভিন্ন অভ্যাসের রাজা রানিদের ভাব হতে দেরী হত বা হতও না। ফলে স্বভাব প্রেমিক রাজারা খুঁজতেন মনের মত সঙ্গিনীদের, মাথায় রানির মুকুট আর সন্তানের জন্য সিংহাসনের অধিকার ছাড়া প্রায় সবকিছুই পেতেন এঁরা। এমনই দুই দাপুটে প্রিয়তমা, ফ্রান্সিসের ডাচেস দ্য-এটাম্প আর তাঁর পুত্র হেনরির প্রিয়তমা অনন্তযৌবনা ডায়না ডি পটিয়ার রেষারেষি অস্থির করে রাখতো গোটা রাজ দরবারকে।

পশ্চিমের ইমারৎটির দক্ষিণ পক্ষ দিয়ে এখন দর্শনার্থীদের ঢোকার রাস্তা। দোতালায় উঠেই নেপোলিয়ন সংগ্রহশালা, আপাতত ক্ষুদে পড়ুয়াদের দখলে। ছবি মূর্ত্তি দিয়ে সাজান কয়েকটি ঘর পেরিয়ে মূল প্রাসাদে যাবার রাস্তা সেই ফ্রান্সিস গ্যালারীর ভিতর দিয়ে। স্বর্ণমণ্ডিত কাঠের কাঠামো দিয়ে নানা জ্যামিতিক আকারে বিভক্ত দু ঢাল ছাদ জুড়ে উজ্জ্বল রঙিন ফ্রেস্কো ছাড়াও দু ধারের দেওয়ালে কাঠ আর পঙ্খের কাজের অদ্ভুত বিস্তারিত ঘেরাটোপে ঘেরা পর পর ফ্রেস্কো। ফ্রেস্কোগুলির বিষয় বস্তু পৌরাণিক, সঙ্কেতবাহী, ফ্রান্সিস নিজেই ঘুরিয়ে দেখাতেন তাঁর অতিথিদের। প্রিয় বোন মার্গারিটাই একবার চিঠি লিখছেন, "তুমি নেই, তুমি নিজে

বুঝিয়ে না দিলে এই সব ছবি প্রায় হিব্রুর মত"। গ্যালারির ঠিক মাঝে রাজদন্ডবাহী গতিময় এক রাজহস্তীর ছবি, পাশে তিন যুবক। বজ্রর হাতে জুপিটার, ত্রিশূল আর শুশুক নিয়ে নেপচুন আর তিন মাথাওয়ালা কুকুর নিয়ে প্লুটো। উপরে ফ্রান্সিসের প্রতীক স্যালামান্ডার। দুই পাশে দুই নগ্নিকাকে নিয়ে প্রস্থানরত এক ষাঁড় এবং ঘোড়া। অর্থ, রাজা তাঁর ভূখণ্ড এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শাসনের সাথে নিজের কামনা বাসনাও দমন করেছেন। সর্বদা উড়ন্ত সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরা ফ্রান্সিস হয়ত একটু জ্ঞানপাপী ছিলেন। বৈদ্যুতিন নির্দেশকটির ভাষ্য অনুযায়ী ছবিগুলির লক্ষ্য সার্বভৌম রাজার প্রজাবৎসল মঙ্গলময় রূপটিও তুলে ধরা। উদ্যত অসি লৌহপুরুষের বদলে এক ঐশীগুণ সম্পন্ন মানবিক রাজন। ছবিগুলি বিশ্ববন্দিত হলেও শিল্পীদের যন্ত্রণা কম ছিলনা। ডায়নার আদলে আঁকা ফ্রেস্কো ডাচেস দ্য এটাম্পে ফের নিজের আদলে আঁকিয়ে নিতেন। রসো শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন, আর প্রধান প্রবেশপথের শিরোভূষণের জন্য তৈরি 'নিম্ফ্ অফ ফন্তেন্ ব্লু'র শিল্পী চেলিনি এটাম্পের বিরাগভাজন হয়ে আর ফন্তেন্ ব্লু মুখো হন নি।

বহুমুল্য মার্বেল আর সোনা রুপার পাতে ঘেরা নানা ভাবনার ফ্রেস্কো, দুষ্প্রাপ্য শিল্পসম্ভার, আর দেওয়ালজোড়া ট্যাপেস্ট্রী নিয়ে প্রাসাদের ঘরগুলোর সজ্জার তারে তারে যে ঝংকার তার বিস্তার আমাদের মধ্যবিত্ত স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভব। তা সত্বেও অনুভব করা যায় রাজারানিদের নিত্যিদিন বাসের উষ্ণতা, আটপৌরে উপস্থিতি। রানিদের শোবার ঘরে যেমন অ্যান অফ্ অস্ট্রিয়ার তৈরি ছাদ, মেরি লিশেজিঁস্কার দেওয়াল আর স্বর্নখচিত কিংখাবের চন্দ্রাতপে ঘেরা পালঙ্কটি মেরি আনতোনায়েত তৈরি করালেও নতুন উপাধানে মাথা রাখার আগেই শিরশ্ছেদ হয় তাঁর। তবে অবিকৃত তাঁর দুটি আরাম ঘরের একটিতে ছাদে ভোরের আলোর ছবি, চারধারে মুক্তোর আভা নিয়ে জলপ্রপাতের মত দেওয়ালে সোনারূপার সূক্ষ্ম আলিম্পন, দেওয়ালের আয়না থেকে আলো পড়ছে ঝিনুকের সাজ আর আসবাবের উপর, যেন সাটিনের জামা পড়ে কেউ নাচছে। রাজমাতা মহলের ঘরগুলোতে কিন্তু পোপ সপ্তম পায়াসের বন্দীদশার স্মৃতি। ফরমাস মতো ফরমানে সই করতে অস্বীকার করায় নেপোলিয়ন তাঁকে দু বছর বন্দী করে রেখেছিলেন এখানে। চতুর্দশ লুইয়ের শোবার ঘর হয়েছিল নেপোলিয়নের সিংহাসন কক্ষ, N প্রতীক চিহ্ন আঁকা গাঢ় নীল চন্দ্রাতপের তলায় সিংহাসনটি একটু 'খাটো'। নেপোলিয়ন নিজেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'গিল্টি করা চারটে কাঠের ঠ্যাং'। ডাচেস দ্য এটাম্পের ঘরে একটু থতমত খেতে হবে। মেঝেটা উড়িয়ে দিয়ে পঞ্চদশ লুই তুলে এনেছেন একটা সিঁড়ি কিন্তু ছাদ দেওয়ালে রয়ে গেছে ছবি আর পঙ্খের ভাস্কর্যে আলেকজান্ডার আর রোক্সানার খোলামেলা প্রেমের দৃশ্য। দেওয়ালে প্রোথিত নগ্নিকা মুর্ত্তিগুলি তাদের লম্বা হাত পা গলা নিয়ে ফরাসী 'ম্যানারিস্ট' ঢং এর প্রথম নিদর্শন হিসাবে খ্যাত। । চতুর্দশ লুইয়ের প্রিয়তমা মাদাম মেইনত্যনঁ এর মহালটি বিখ্যাত কারণ চতুর্দশ লুই মাদামের এই ঘরে বসেই স্বাক্ষর করেছিলেন "ফন্তেন্ ব্লু এডিক্ট"। যাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল চতুর্থ হেনরির সময় প্রোটেস্ট্যান্টদের দেওয়া উপাসনার অধিকার। ফিরে এসেছিল গোঁড়া ক্যাথলিকদের অবিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারার পুরানো অভ্যাস। ক্যাথলিক ধর্ম রাজাদের জীবন যাত্রার কতখানি জুড়ে ছিল তা বোঝা যায় প্রাসাদের প্রধান চ্যাপেল ট্রিনিটির জমকালো অন্দর সজ্জায়। বেদীর পিছনে দুবাইসের আঁকা বিখ্যাত ছবির দুপাশে চতুর্থ হেনরির চেহারায় শার্লেমেন আর ত্রয়োদশ লুইয়ের চেহারায় সন্ত লুইয়ের মূর্ত্তি। ধর্ম প্রচারে অমরত্বের সন্ধান নাকি বিভ্রান্ত মহনীয়তা আন্দাজ করা মুশকিল। অমরত্বের বাসনা অবশ্য সব রাজাদেরই মজ্জাগত, এখানে সেখানে খোদাই করা ফ্রান্সিসের F, হেনরির H বা লুইয়ের L। অন্দর সজ্জায় গঠন নৈপুণ্যে যার প্রতিদ্বন্দ্বী তাবৎ ইউরোপে ছিলনা সেই বলরুমে লতাপাতার আল্পনার মধ্যে জড়িয়ে আছে দ্বিতীয় হেনরির H আর ডায়না পটিয়ার D। বৈদ্যুতিন নির্দেশকটি জানাল লিপিকারদের কুশীলতায় D কে হেনরির বিবাহিত স্ত্রী ক্যাথরিনের C বলেও পড়া সম্ভব। ঐ দুই অক্ষরের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে হেনরির জীবনে জড়িয়ে ছিলেন ডায়না। বালক বয়সে একবার তিন বছর স্পেনের হাতে পণবন্দী থাকা হেনরি যখন মুক্তি পেলেন তখন মা, ফ্রান্সিসের প্রথমা স্ত্রী, মারা গেছেন। আহত চিত্ত হেনরি তাঁর পালিকা কুড়ি বছরের বড় ডায়নাকে সেই যে আঁকড়ে ধরলেন আমৃত্যু আর ছাড়েন নি। সময়কালে ডায়নাই হলেন তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ও প্রিয়তমা। নস্ত্রাদামুসের গণনা সত্যি করে যে দিন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আহত হয়ে মারা গেলেন সেদিনও নাইটবেশী রাজা হেনরির পোষাকে নাইটদের প্রথামত প্রিয় নারী ডায়নার প্রতীক চিহ্ন। পোপ ক্লিমেন্টের ভাইঝি, ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মেডিচি পরিবারের কন্যা ক্যাথরিনকে পুত্রবধূ করেছিলেন ফ্রান্সিস মিলান নগরী আর মোটা যৌতুকের লোভে, সে সব কিছুই পান নি তবু ক্যাথরিনকে অসম্ভব ভালবাসতেন। হেনরি মারা গেলেন পুত্রদের নাবালক রেখে। নাবালক রাজার অভিভাবক রাজমাতা হিসাবে দশ সন্তানের জননী ক্যাথরিনের উপর সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব পড়ল এক ঝোড়ো সময়ে। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কন্যা মার্গারেটের সঙ্গে নাভারের রাজা প্রোটেস্ট্যান্ট হেনরির বিয়ের চারদিন

পর সেন্ট বার্থলমিউ দিবস ঘটে গেল সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। বিয়ে উপলক্ষে প্যারিসে সমাগত প্রোটেস্ট্যান্ট নেতৃত্বকে নির্বিচারে হত্যা করল ক্যাথলিকরা। একদিকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে পর পর মারা যেতে থাকলেন ক্যাথরিনের সন্তানরা। মৃত্যুর মিছিলের মধ্যেই চলত তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ, নাবালক রাজাকে নিয়ে দেশ পরিক্রমা, চোখ ধাঁধানো উৎসবের আয়োজন আর নাট্য প্রযোজনা, একদিকে ব্যালে নাচের প্রবর্ত্তন আবার অন্যদিকে সব বাধা উপেক্ষা করে চতুর্থ হেনরিকে সিংহাসনে বসানো। ফরাসী জনতা অবশ্য ফ্রান্সিসের অন্য দুই ছেলের অকাল মৃত্যু, চতুর্থ হেনরির মায়ের প্যারিসে এসে আকস্মিক মৃত্যু, বার্থলমিউ হত্যাকাণ্ড, প্রাসাদ নির্মাণে আর উৎসবে বেহিসাবি অর্থব্যয়, সব কিছুর জন্যই তাকেই দায়ী করেছে, 'ব্ল্যাক কুইন' আখ্যা দিয়েছে। জীবনীকার বালজাক অবশ্য একমত নন্ আর চতুর্থ হেনরির বক্তব্য, "সিংহাসনে তিন অপরিণত পুত্র আর তিন মহাশক্তিধর বংশের অবিরত ষড়যন্ত্র। একজন নারী এর বেশী কি বা করতে পারতেন"।

"হারিয়ে যাওয়া প্রাসাদ"

রাজধানী প্যারিসে প্রধান প্রাসাদ ল্যুভ, আদতে সেইনের ধারে এক প্রাচীন নজরদার কেল্লা। কাঠ কাঠ, রাজকীয় দেখনদারীত্ব নেই। অতএব ভেঙে নতুন নির্মান শুরু করলেন ফ্রান্সিস। সে কাজও চলল তিন শতাব্দী ধরে, তবে শেষের অনেকটাই ল্যুভের ক্রমশঃ সংগ্রহশালা হয়ে ওঠার প্রয়োজনে। যার শুরুটাও সেই ফ্রান্সিস থেকেই। পড়ুয়া লোক ছিলেন ফ্রান্সিস, তাঁর ছবি পুস্তকের সংগ্রহের বীজই পল্লবিত হয়েছে দুই সাংস্কৃতিক মহীরুহে, ল্যুভ সংগ্রহশালা আর প্যারিসের বিবলিথেক্ দ্য ন্যাশনেল। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে রাজ্যপাট ভার্সাইতে চলে যাবার পর ছবি-মূর্ত্তি-ভাস্কর্যে ক্রমশ: ভরে ওঠা ল্যুভ রাজসংগ্রহের গুদামঘর হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের পর সেই সম্পদ সার্বজনীন হয়ে শুরু হয় ল্যুভ সংগ্রহশালার যাত্রা। গোটা ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুঠে আনা সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে এবার তাকে বিশ্বের দরবারে হাজির করলেন সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন।

আজকের ল্যুভের প্রধান চত্বর কোর্ট দ্য নেপোলিয়নে দাঁড়ালে চত্বরের পূর্ব দক্ষিণ আর উত্তর দিক ঘিরে প্রাসাদ। পূর্বে মূল প্রাসাদ। পশ্চিমে বর্তমান রাজকীয় ফটকের জায়গায় আগে ছিল ক্যাথরিনের তৈরি নিজস্ব ত্যুলিয়েরি প্রাসাদ। বার বার জনতার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে শেষমেষ প্যারিস্ কমিউনের সময় ধ্বংস হয়ে যায় ত্যুলিয়েরি। ভয়ংকর সে সব আক্রমণ। একবার একরাত্রে ছশ সুইস প্রহরীকে হত্যা করেছিল জনতা। তবে ত্যুলিয়েরি জন্ম দিল পুরানো ল্যুভ আর নতুন ত্যুলিয়ারিকে জুড়ে এই বিশাল চত্বরের চারিদিক ঘিরে এক চতুর্ভুজ প্রাসাদ তৈরির স্বপ্নের। রাজাদের সে স্বপ্নের সাধন হল তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে তিনশ বছর পরে। দেরির কারন শুধু লাগাতার যুদ্ধ, অর্থাভাব, বা ভার্সাই গমন নয়, কাজ নকশা নিয়ে খুঁতখুঁতানিও, খোদ বার্নিনির নকশা খারিজ করে দিয়েছিলেন রাজারা। এখন ত্যুলিয়েরি বিহীন তিনদিক ঘেরা চত্বরের মাঝখানে সেই নন্দিত অথবা নিন্দিত গ্লাস পিরামিড। স্বচ্ছ কাঁচের লুকিয়ে থাকা এই পিরামিডটি আসলে ল্যুভের অন্দরে প্রবেশ পথের একটা ঢাকনা মাত্র, কার্যকারিতায় অসাধারণ। হাজার হাজার দর্শক এর ভিতর দিয়ে সারিবদ্ধ নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভে, প্রাসাদের গভীরে, বাইরের প্রাসাদের গাম্ভীর্যে এতটুকু টোল খাচ্ছে না। পাতালে আধুনিক বিমান বন্দরের ছবি। চারদিকে বৃত্তাকারে সাজানো তথ্যকেন্দ্র আর হরেক বিপণি। তিনদিকে তিন চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ফের উঠে যাওয়া যাবে তিন অংশে ভাগ করা সংগ্রহশালার মধ্যে। পূব দিক দিয়ে ঢুকে মাটির তলায় ল্যুভের প্রাচীন ভিত আর অংশ দেখা যায়। তিনতলা প্রাসাদের অগুনতি ঘরে, অলিন্দে, চত্বরে ছড়ান বাছাই করা হাজার চল্লিশ দ্রষ্টব্য। তা হতে পারে ইজিপ্টের মরুভূমি থেকে তুলে আনা একটা গোটা স্ফিংকসের মূর্ত্তি বা রাজকুমারদের ব্যাপটিজমের সময় চান করবার হাজার বছর পুরানো পারিবারিক ঘটি। । দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাট থেকে ক্ষুন্নপদ দরিদ্র বালকের ছবি। এর বেশী আর ল্যুভের বর্ণনা স্বয়ং দেবেশ দাশ লিখেছেন, 'বৃথা চেষ্টা'। তবে কলকাতার পূজার ভিড় সঙ্গে নিয়ে সেইনের ধার ধরে প্রায় আধমাইল লম্বা গ্র্যান্ডে গ্যালারি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে দেওয়ালের র‍্যাফেল, এল গ্রেকোদের অলৌকিক জগৎ থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পারেন লৌকিক পৃথিবীর চলন্ত ছবি। জিনসশোভিত বাঙালী কন্যের পাশে শাড়ী পরা উত্তরপাড়া, চিত্রগ্রহনে সাহেব জামাই। অগ্রবর্তী গাইডের রঙিন ছাতা লক্ষ্য করে ত্রস্ত পায়ে ধাবমান মাছের ঝাঁকের মত একদল জাপানি ট্যুরিস্ট। দেখতে

পারেন চোখে মুখে শৃঙ্গ জয়ের বিহ্বলতা নিয়ে কেমন জনস্রোত আছড়ে পড়ছে ‘লা জিয়কন্ডা’ বা মোনালিসার সামনে। গলায় ঝোলানো বৈদ্যুতিন নির্দেশকটি বলবে অনেক ছবির লুকানো গল্প। দেওয়াল জোড়া এক ছবিতে নেপোলিয়নের মা ঠিক মাঝখানে বসে জোসেফাইনের অভিষেক দেখছেন। আসলে সম্রাট নেপোলিয়নের মা তখন রাগ করে ইতালি চলে গিয়েছিলেন। সম্রাট চাননি সে সংবাদ তথ্য হিসাবে থাকুক। অগত্যা চিত্রকর দাভিদ মাকে হাজির করে দিয়েছিলেন নতের্দামে। দলিল হিসাবে পুরানো ছবি এমনকি স্থাপত্যের এই একটা বিপদ। কে যে কোথায় কি পাল্টে দেয়! এক রাজার কীর্তির উপর অন্য রাজা নাম লেখে। ক্ষমতা বদলের সাথে ল্যুভের সংগ্রহশালার নামই তো কতবার বদলেছে। প্রাসাদের উপরে নেপোলিয়নের আবক্ষে বরবোঁ রাজারা ফিরে আসার পর অষ্টাদশ লুই স্রেফ পরচুলা লাগিয়ে চতুর্দশ লুইয়ের আদল দিয়ে দিলেন। তবে প্রাসাদগাত্রে হেনরির H, লুইয়ের L আর নেপোলিয়নের N এর পুনঃপুনঃ ঘোষণা ছাড়া রাজাদের বসবাসের বাকি চিহ্ন চাপা পড়ে গেছে দেশবিদেশ থেকে আগত মৌন নিশ্চল আগুন্তকদের ভিড়ে, আরও বড় ইতিহাসের তলায়। আড়ম্বর দেখনদারিত্বের প্রায় শেষকথা অ্যান অফ্ অস্ট্রিয়ার মহাল আছে তবে অবলুপ্ত স্মৃতি । আছে ইতি উতি ছাদ দেওয়ালের সজ্জা, দু একটি প্রাচীন ঘর, আছে রাজাদের ব্যবহারের অনেক জিনিস পত্র, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। মানুষগুলি কই?

নিস্তব্ধ রাতে প্রাসাদ শীর্ষে ছায়া ফেলা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে শোনা যেতে পারে সে সব গল্প। একটু দূরে ত্যুলিয়েরির বাগানে সারা রাত আলো জ্বেলে চলত ক্যথরিনের ভোজসভা। এই চত্বর দিয়েই পালাতে গিয়ে ক্যাথলিকদের হাতে মারা পড়ছিল প্রোটেস্ট্যান্টদের দল, ল্যুভের চারপাশে সেই সেন্ট বার্থলমিউ দিবসে মৃতদেহের পাহাড়। প্রত্যেক পাত্রে প্রতি রবিবারে একটা গোটা মুরগীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ভাল রাজা চতুর্থ হেনরি গ্র্যান্ড গ্যালারির এক তলায় আশ্রয় দিয়েছিলেন শিল্পী, কারিগদের, তাদের সাথে জুটেছিল প্যারিসের যত হা’ঘরে। তাদের হট্টগোলে আর হেনরির উপপত্নীদের দলের সঙ্গে ত্যুলিয়েরিতে থাকা হেনরির দ্বিতীয় পত্নী স্বভাবদজ্জাল মেরি ডি মেডিচির ইতালীয় পরিচারকদের ঝগড়ায় সকাল থেকে সরগরম হয়ে থাকত এই চত্বর। এমনই এক সকালে দ্রুতবেগে ছুটে আসা এক শকট এসে থেমেছিল রাজ প্রাঙ্গণে। রাস্তায় এক ধর্মোন্মাদ যাজকদের ছুরিকাঘাতে মরণোন্মুখ চর্তুথ হেনরির দেহ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পারিষদরা। ডুমার বর্ণনামত ডিউক অফ্ বাকিংহাম কি সত্যিই অন্ধকারে লুকিয়ে ঢুকেছিলেন ত্রয়োদশ লুইয়ের স্ত্রী অ্যান অফ্ অস্ট্রিয়ার মহালে? আরেক রাজমাতা ক্যাথরিনের মত অ্যানের দুর্নাম ও কম নয়। আদতে স্পেনের রাজকুমারী অ্যানের ভাই ফিলিপ রাজা হয়ে ফ্রান্সের শত্রু হওয়াতে অ্যান ফরাসী রাজদরবারে সন্দেহের চোখে থাকতেন। মন্ত্রী রিচলুর চররা সর্বক্ষন ঘিরে থাকত তাঁকে। ত্রয়োদশ লুইয়ের স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ ছিল, পর পর দুটি সন্তান বিনষ্ট হওয়ার পর রাজা রানির সম্পর্ক ছিল না। বহু বছর পর প্যারিসের কাছ দিয়ে যাবার সময় তুষার ঝড়ে পড়ে বাধ্য হয়ে রাতের মত লুই আশ্রয় নিলেন সেই সময় ল্যুভে ‘অধিষ্ঠান’ করা রানির মহলে। সেই রাতের ফল নাকি চতুর্দশ লুই। আরেকটি পুত্র সন্তান হয়েছিল অ্যানের কিন্তু রাজা রানির ভাব হয়নি। মৃত্যুশয্যাতেও বিদায় নেবার সময় লুই স্ত্রীকে বলছেন, “তোমাকে ক্ষমা করছি কিন্তু বিশ্বাস করছি না”। নাবালক চতুর্দশ লুইয়ের অভিভাবিকা রাজমাতা হিসাবে অ্যান ইতালীয় কার্ডিনাল মাজারিনকে প্রধান মন্ত্রী করে প্যাম্পফ্লেটীয়ারদের নানা রগরগে কুৎসার পাত্রী হলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের একাংশ বিদ্রোহ করল, আবার শুরু হোল গৃহযুদ্ধ। নাবালক সন্তানসহ অ্যানেরও দিন কাটল গৃহযুদ্ধ আর ষড়যন্ত্রের সামাল দিতে। ছেলেদের কাছে পেয়েছিলেন অ্যান। স্তন ক্যান্সারের কষ্টকে খাঁটি খ্রীষ্টানের মত বিলাসী জীবনের প্রায়শ্চিত্ত বলে মানা মায়ের রোগশয্যার পাশে পালা করে রাত জেগেছে তাঁরা।

“ **সূর্যনিবাস** ”

এক জীবনীকারের মতে, “হাতে একটা পঞ্জিকা আর ঘড়ি থাকলে প্যারিসে বসেই বলে দেওয়া যায় সে সময় ল্যুভে চতুর্দশ লুই কি করছেন”। বাহাত্তর বছরের রাজত্বকাল এমনই নিয়ম কাটানো চতুর্দশ লুইয়ের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব ছিল ভার্সাই নির্মান। চতুর ঘোষনা হলো ভার্সাই হবে ফ্রান্সের গৌরব, শুধু ফরাসী উপাদানে তৈরী। বিখ্যাত অঙ্গসজ্জা প্রস্তুতকারী গবলিন্ সংস্থাকে অধিগ্রহন করে, মধ্যযুগীয় কৈফয়িতহীন আধিপত্যে মাল এবং মজুর জুটিয়ে আবারও পুরানো শিকারগৃহ ভেঙে দু হাজার একর জুড়ে প্রাসাদ আর সংলগ্ন উদ্যান তৈরি শুরু হোল ১৬২৭ এ, তাজমহল নির্মানের দশম বর্ষ পুর্তিতে।

ভার্সাই স্টেশনে নেমে মিনিট পনেরর হাঁটাপথ। দূর থেকেই চোখে পড়বে সূর্য্যালোকে ঝকঝক করছে সোনালী টায়রা পরা প্রাসাদের মাথা। প্রথম ফটকের পিছনে বিশাল চত্বরে দর্শকদের সর্পিলসারি। তার ওপারে এবারে দেখতে পেলাম নতুন করে হালে তৈরি ভার্সাই আক্রমণের সেই রাতে লুণ্ঠিত স্বর্ণমণ্ডিত দ্বিতীয় বেষ্টনী আর ফটক। দ্বিতীয় ফটকের পিছনে প্রাসাদের প্রধান চত্বর 'রয়্যাল কোর্টে'র তিনদিক ঘিরে পূর্বমুখী প্রাসাদ, প্রাসাদের দুপ্রান্তে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আরও দুটি সংযোজিত ইমারৎ। প্রাসাদের মাঝের অংশটি ছোটো, ঠাট্টা করে পিটার দ্য গ্রেট বলেছিলেন কবুতরের বুকে ঈগলের ডানা। কবুতরের বুক কারণ পিতৃস্মৃতি বিজরিত মাঝের অংশ ভাঙতে রাজি হন নি লুই। চত্বরের দিকে প্রাসাদের মাথায় অলংকৃত স্বর্ণাভ প্যারাপেট । অর্ধস্ফুট কলাম আর প্রোথিত গবাক্ষ নিয়ে উত্তল অবতল বহিরঙ্গে সোনালী পাড় দেওয়া ঢেউ খেলান পর্দার আভাস। মাঝের অংশে এক খোলা অলিন্দ আর তার ঠিক নিচে মার্বেল কোর্ট। ঐ অলিন্দে দাঁড়িয়েই ষোড়শ লুই আর মেরি আনতোনায়েত মার্বেল কোর্টে ভিড় করা সশস্ত্র জনতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাতশ ঘর, বাহাত্তরটা সিঁড়ি, আড়াই হাজার জানালা নিয়ে গড়া প্রাসাদের প্রাসাদের বিশালত্ব বাইরে থেকে অনুভব করা গেলেও অন্দরের সজ্জা আর বৈচিত্র্য আন্দাজ করা শক্ত। উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরচুলা আর জুতো ব্যবহারকারী শৌখিন লুই ভার্সাইকে দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য উপাদানে মুড়ে দিলেও অফুরন্ত সম্পদ আর অত্যুত্তম নান্দনিক বোধের ছেদবিহীন মেলবন্ধনে ভার্সাই সাজিয়ে ছিলেন স্থাপত্যে, সজ্জায় পথিকৃৎ কজন বিরল প্রতিভার মানুষ। প্রাসাদের মাঝখানের পুরানো অংশ ঘিরে দুদিকে সাতটি করে ঘর নিয়ে রাজারানির খাস মহাল। রাজারা থাকতেন যদিও পুরানো মাঝের অংশে, রাজমহলের ঘরগুলি থাকতো সর্বদা হরেক ভিড়ে সরগরম। কোনটিতে জরুরী মন্ত্রণা সভা তো কোনটিতে নির্ভেজাল আড্ডা, তাসপাশার জুয়া। ছোট ছোট টেবিলে সাজানো থাকত অঢেল খাদ্য দ্রব্য আর পানীয়। পাত্র মিত্র অমাত্য শ্রেষ্ঠী সামাজিকাদের উল্লাসে উজ্জ্বল সেই পরিবেশে রাজদরবারের চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হবার মত অন্ধকার পেত না।

আড্ডায় পর মহিলাদের দেখতে হতো সামরিক কায়দায় শোভাযাত্রা করে শ দুয়েক কর্মচারী পরিবেশিত রাজ পরিবারের নৈশভোজন। পারিষদদের কর্তব্য ছিল, শয্যাগ্রহন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, অনুপস্থিতি অর্মাজনীয়। আনুষ্ঠানিক শয্যা গ্রহণের পরও হয়ত রাজারা আবার উঠে পড়তেন, তা না হলে অন্দর মহলে অত গুপ্ত পথের কি প্রয়োজন? তবে অনুশাসন মেনে ধর্মপ্রাণ রাজারা সম্পর্ক বহির্ভূত নারী সঙ্গের পর কমিউনিয়ন্ নেওয়া বা রাজস্পর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। উপপত্নী আর রক্ষিতাদের সংখ্যা বিচার করলে ব্যাপারটা সম্ভবত প্রায়শই সমস্যার কারণ হতো। তোয়াক্কাহীন বেলাল্লাপানা, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর বিলাসিতার যুগের এই রাজারানিরা কিছুটা ইতিহাসের ধাঁধাঁ। তবে, এঁদের মূল্যবোধের একমাত্র উৎস ক্যাথলিক ধর্মই তখন প্রচার করত যে দেশের রাজা ভগবান নির্দিষ্ট অন্য পুরুষ। তাঁদের জন্য অন্য বিধান।

প্রাসাদের উত্তর পক্ষ দিয়ে দোতালায় উঠলে রাজমহাল, পর পর ঘরগুলি মার্স, ভেনাস, মার্কারি ইত্যাদির নামাঙ্কিত এবং চরিত্রানুসারী ভাবনায় সাজান। সবচাইতে জমকালো অ্যাপোলো রুমে ছিল চতুর্দশ লুইয়ের রূপোর সিংহাসন। প্রথমদিকের ভার্সাইয়ে আসবাবপত্র ছিল খাঁটি রূপোর তৈরী, একবার কোষাগারে টান পড়াতে টাঁকশালে গলিয়ে ফেলা হয়। অ্যাপোলোর পর যোদ্ধা বেশে রাজাদের ছবি মূর্ত্তি নিয়ে ওয়ার রুম, ওয়ার রুম থেকে বাঁদিকে ঘুরে হল অফ মিরর। হলের পশ্চিমে সতোরটি বৃহদাকার কাঁচের জানালা, তা দিয়ে সামনের উদ্যানের দুটি প্রতিফলনকারী জলাশয় থেকে সূর্যের আলো দিয়ে এসে পড়ছে পূর্বদিকের দেওয়ালে ঠিক অনুরূপ আকৃতির সতোরটি আয়নায়। দুধারে বহুবর্ণ মার্বেলের কুলুঙ্গীতে পর পর মর্মরমূর্ত্তি, ছাদে চতুর্দশ লুইয়ের যুদ্ধজয়ের রঙিন ছবি। সজ্জার আড়ম্বরে তাবৎ বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই হলেই বিসমার্ক প্রথম সংযুক্ত জার্মান সাম্রাজ্যের ঘোষণা করেছিলেন। বুটের আওয়াজ তুলে, টুপি ছুঁড়ে সমবেত জার্মান প্রুশিয়ান সেনা নায়করা নব্যকাইজারকে অভিবাদন করেছিলেন। ফরাসীরা প্রতিশোধ নিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই ঘরেই জার্মান আত্মসমর্পণের দলিল, ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করে। হলের ও প্রান্তে পিস রুম, যেন ওয়ার রুমের 'জবাব'। সেখান থেকে আবার বাঁদিকে ঘুরলে রানি মহাল। রানির শোবার ঘরে দেখা যাবে পিছনের দেওয়ালের যে লুকান দরজা দিয়ে মেরি আনতোনায়েত ভার্সাই আক্রমণের রাতে পালিয়ে রাজার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাইরে রক্ষীদের হত্যা করে জনতা তখন বন্ধ দরজায় করাঘাত করছে।

প্রিয়তমাদের নিজস্ব মহাল ছিল তবে অন্যত্র। রাজার ঘর থেকে সে সব ঘরে যাবার একটা আলাদা সিঁড়ি ষোড়শ লুই ভেঙে দিয়েছিলেন পূর্ব পুরুষদের লাম্পট্যের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন জ্ঞান করে। তবে চতুর্দশ লুইয়ের প্রিয়তমাদের মধ্যে মাদাম মন্তিস্পাঁ ও মাদাম মেইনত্যনঁ আর পঞ্চদশ লুইয়ের প্রিয়তমা মাদাম দ্যুব্যারী ও মাদাম পম্পাদ্যু তাঁদের সুচারু ব্যক্তিতে, শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অবশ্যই প্রতিপত্তিতে কোন রানির থেকে কম ছিলেন না। বিপত্নীক চতুর্দশ লুইয়ের শেষজীবনে মাদাম মেইনত্যনঁর প্রভাব ছিল খুব। ধর্মপ্রাণ কোমল স্বভাব এই নারীকে হয়ত অন্তিম বিচারে পাপীয়সী না করার জন্যই লুই এক রাতে নিজের মহলেই তাঁকে গোপনে অনুলোম বিবাহ করেন।

'সান কিং' লুইয়ের প্রতীক ছিল সূর্য, সূর্যর মতই নিজেকে কেন্দ্র করে ভার্সাই তৈরি করেছিলেন তিনি। আর একটা ব্যাপার ছিল। নাবালক অবস্থায় লুই অভিজাতদের হাতে মাকে নাকাল হতে দেখেছেন। ভার্সাইতে রাজ্যপাট সরিয়ে এনে প্যারিসের পুরানো ক্ষমতাকেন্দ্র গুলি ভেঙ্গে সব চরিত্রকে তাই নিয়ে এলেন চোখের সামনে। আপত্তি করলে বললেন, "রাষ্ট্র! সে তো আমিই"।

প্রাসাদের পশ্চিমে উদ্যান, প্রথমেই অনেকটা খোলা জায়গার মাঝে প্রতিফলনকারী জলাশয় দুটি। তাদের ও প্রান্তে শূন্যতার মাঝে মাথা তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শাখা পাতাবিহীন দুই বৃক্ষকাণ্ড, মাথায় হঠাৎ আটকে যাওয়া পত্রগুচ্ছের মত কোন পরজীবী লতার বড় বড় পল্লব। প্রাসাদের দিক থেকে এগোলে প্রথম দৃষ্টিপাত হবে ঐ দুই বৃক্ষকাণ্ডের উপর শূন্যতার দিকে। তারপর আরও এগোলে দিকচক্র থেকে দৃষ্টি নামবে নীচে. গড়ুরঅবলোকনে এবার দেখতে পাওয়া যাবে উদ্যানের বিস্তৃতি। কিছুদূর থেকে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে উদ্যান, ঝাঁকড়া মাথা বৃক্ষরাজির স্বাধীন রাজত্ব নয়, মানুষের সৃষ্টিশীল হাতে বোনা একর একর জুড়ে পাতা জটিল কিন্তু নয়নাভিরাম জ্যামিতিক বুনন। গ্র্যান্ড ক্যানালকে মাঝে রেখে দুদিকে ছড়ান উদ্যানের মাঝে মাঝে বুকে কোমরে ব্রোঞ্জের আর পাথরের ভাস্কর্য নিয়ে উৎসারিত জলাধার। তাদের কেন্দ্র করে বিচ্ছুরিত বনবীথিগুলিতে অভিজাত কন্যারা অদ্ভুত কায়দায় সঙ্গিনীর লম্বা পোষাকপ্রান্ত এড়িয়ে পা না তুলে হেঁটে বেড়াতেন। অপেক্ষা করত এ পাশে ও পাশে কোথাও নকল গুহা, কোথাও নিভৃত প্রমোদ নিলয়, কোথাও বা খোলা আকাশের নীচে মুক্তমঞ্চ। কিছুটা দূরে, প্রাসাদের সামনে থেকে ট্রেন যায়, ছোট দুই বাগান বাড়ি, গ্র্যান্ড ট্রাইয়ানন্ আর পেটিট ট্রাইয়ানন্। গ্র্যান্ড ট্রাইয়ানন্ নিজেই এক ছোটখাটো প্রাসাদ। রাজ অতিথিদের উপযোগী। পেটিট ট্রাইয়ানন্ যদিও পঞ্চদশ লুইয়ের বানানো, এর আসল খ্যাতি মেরি আনতোনায়েতের খেলাঘর হিসাবে। রাজসভার নানা প্রথা, মেকি সামাজিকতা, নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান মেরির ধাতে সইত না। জাঁদরেল রানি মা থেরেসার নিবিড় শিক্ষায় বড় হওয়া মেরির আভিজাত্য ছিল স্বাভাবিক, সহজাত। বাজির আগুনে কিছু লোক পুড়ে মরাতে পনের বছরের মেয়ে ভিনদেশী শ্বশুর বাড়িতে প্রথম দিনই নিজেই বিয়ের কিছু আনন্দ উৎসব বাতিল করে দিয়েছিলেন। শ্বশুরের প্রিয়তমা মাদাম দ্যু ব্যরীকে সম্মান জানাতে চান নি। একবার এক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হয়ে যাওয়াতে মেরির উক্তি ছিল, 'ভার্সাইতে আজ অনেক লোকের ভিড় দেখছি!' পেটিট ট্রাইয়ানন্ আর তার কিছুদূরে গাই বাছুর সমেত এক গোয়ালঘর নিয়ে হল মেরির আপন খেলাঘর, বাধাবন্ধহীন বিচরণের ইচ্ছাপূরণ জগৎ। ঐ খেলাঘর থেকেই স্বভাব উচ্ছল মেরির কুৎসার শুরু। সৌজন্যে আবারও সেই প্যাম্পফ্লেটীয়াররা। আর শেষ ফরাসী বিপ্লবের সময় মেরির বিচারের জন্য তৈরী দলিলে, জনতার সব দুঃখ দুর্দশার জন্য মেরির বিলাস ব্যসনকে দায়ী করে আনা নানা অভিযোগের মধ্যে ছিল আপন পুত্রের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক। যে পুত্রের বয়স তখন দশও হয় নি। ঐ অভিযোগে তাঁর উত্তর ছিল, "আমার হয়ে এখানকার সমবেত মায়েরাই এর উত্তর দেবেন"। এমনকি রুটির বদলে কেক খাক্" উক্তিটিও তাঁর নয়, উক্তিটি ছিল রুশোর এক চরিত্রের মুখে, ফরাসী বিপ্লবের প্রায় দশ বছর আগে প্রকাশিত একটা বইতে। কথাটাও কেক নয় বিস্ট্রো, যা এক রকম মিষ্টি রুটি, একটু দামী কিন্তু দোকানে রুটি ফুরিয়ে গেলে যা রাজাজ্ঞায় দোকানিরা রুটির দামে বিক্রি করতে বাধ্য ছিলেন। অক্টোবরের সেই ভোর রাতে প্রাসাদের খোলা অলিন্দে ষোড়শ লুইয়ের সাথে পুত্রকন্যার হাত ধরে এসে যখন দাঁড়ালেন মেরি তখন অল্প নীচে মার্বেল কোর্টে দাঁড়ান জনতা রক্ত চায়। কিন্তু শান্ত অবিচল মাতৃমূর্ত্তি দেখে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গিয়েছিল জনতা, নেমে এসেছিল হাতের উদ্যত মাসকেট। অনেকদিন পর আবার জনতার গলায় শোনা গেল, 'ভিভা লে রুই, ভিভা লে রেইন।' তবে জনতার দাবী আর ভার্সাইতে নয়, রাজা রানিকে ফিরতে হবে প্যারিসে। থাকতে হবে জনতার মাঝে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে।

আরেক বার ফিরতে হবে ফন্তেন্ ব্লু। অশ্বক্ষুরাকৃতি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্বাসনে যাওয়ার আগে বিদায় নিচ্ছেন তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিকদের কাছ থেকে, কিছু সময় আগে সই করে দিয়েছেন তাঁর সাম্রাজ্য ত্যাগের অঙ্গীকার পত্র। বলছেন, 'তোমাদের সবাইকে আলাদা করে আলিঙ্গন করতে পারছি না। তাই আলিঙ্গন করছি আমাদের প্রিয় এই ফরাসী পতাকাকে"।

আরও কিছু গল্প আছে তবে সে সব এই তিন প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চে আসল নাটক হয়ে থাকার পর কিছু বাড়তি দৃশ্য মাত্র।